রাজনীতির চার কথা

মুহাম্মদ সিয়াম হোসেন

রাজনীতির চার কথা

লেখক: মুহাম্মদ সিয়াম হোসেন

বইয়ের ধরন: অতি সংক্ষিপ্ত

বইটি পুরোপুরি অসম্পাদিত

১

আমরা মনে করি স্বৈরাচার আধুনিক জাতিরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পথে একমাত্র বাঁধা। কিন্তু আসল সত্য হলো গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি স্বৈরাচারের একমাত্র কারণ। ঘুরে-ফিরে কথা এক মনে হলেও এর মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। বিষয়টি এমন নয় যে মানুষ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে অবগত হয়ে একত্রিতভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে রয়েছে। তারা জেনে-বুঝে নিজেদের জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে সঠিক মেনে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সংকল্পবদ্ধ। এমনটি হয়নি। মানুষ যেখানে গণতান্ত্রিক হারে গণতন্ত্রকে গ্রহণের ক্ষেত্রে একতাবদ্ধ নয় সেখানে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি অবশ্যই থাকবে এবং এর সুযোগে স্বৈরাচার রাজ করবে। আমি এক কথায় বলতে চাই মানুষ রাজনীতি সচেতন নয়।

২

ফ্যাসিবাদময় রাজনীতিক অঙ্গন তৈরির পেছনে বড় কারণ হলো অস্তিত্ব হীনতার ভয়। এটিকে আমি রাজনীতিক অস্তিত্ব হীনতার ভয় বলি। বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করলে পরিস্কার হবে। এই বিষয়টি এমন যে ক্ষমতাসীন যেভাবে ক্ষমতাহীনদের উপর দমন পীড়ন করে; আবার ঠিক ক্ষমতাহীন ক্ষমতা পেলে তাদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতিতে রাজনীতিক ক্ষমতা একচেটিয়া করার প্রয়োজন হয়; যার জন্য স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত থাকে। এছাড়াও মানুষের ফিতরতগত বৈশিষ্ট্য এমন যে তিনি ক্ষমতার জন্য লালায়িত থাকবে। এর জন্য রাজনীতিতে আদর্শের স্থান অপরিহার্য। অস্তিত্ব হীনতার ভয় এবং আদর্শের অনুপস্থিতি আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনকে তালমাতাল করে রেখেছে।

৩

রাজনীতিতে আদর্শের অনুপস্থিত থাকার পেছনে বড় কারণ হচ্ছে প্রতিহিংসা। এই বৈরনিগ্রহ কম-বেশি সব দলের মধ্যেই বিদ্যমান। অতিরিক্ত উদারপন্থী থেকে শুরু করে আদর্শের বুলি ফোটানো ধর্ম রাজনীতিবিদ পর্যন্ত প্রতিহিংসার প্রথা সকলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জেঁকে বসেছে। এ কুপ্রথা আমাদের একচোখা করে ফেলেছে। নিজ দলের ত্রুটি যেভাবে আমাদের কাছে সঠিক মনে হয়। অন্যদলের সঠিক কাজ আমাদের নিকট মনে হয় ত্রুটি। সমালোচনা সহ্য করার যোগ্যতা যেভাবে আমাদের নেই: ঠিক তেমনিভাবে অন্যের প্রশংসা করার মত মানসিকতার অভাব রয়েছে। সবকিছুর পেছনে মূল দায়ী হচ্ছে প্রতিহিংসা। রাজনীতির অঙ্গন থেকে প্রতিহিংসা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংকট দূর করা সম্ভব নয়।

৪

রাজনীতিতে একক মতবাদের প্রাধান্য রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ। জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সবথেকে বড় প্রয়োজন হচ্ছে আইনের শাসন, মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং নাগরিকদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। এছাড়া নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের সংকট মোকাবেলার জন্য তাদের সুযোগ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি অন্য জাতির রাজনৈতিক মতবাদকে নিজের জন্য সঠিক মনে করে: সেটি জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চাই এবং নিজের জন্য একক রাজনৈতিক মতাদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করি। তাহলে রাজনীতির সুবিধা থেকে গণহারে জনগণ বঞ্চিত হবে। একক মতবাদের প্রাধান্য প্রতিহিংসারও একটি কারণ।

মুহাম্মদ সিয়াম হোসেন একজন ছাত্র এবং প্রায় সময় তার ছদ্মনাম “ইবনে আনিস ইবনে ইসমাইল” ব্যবহার করে লেখালেখি করে থাকেন। ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস,সাহিত্য অধ্যয়নের ঝোঁক রয়েছে প্রবল। অনুবাদ ও বাংলা সাহিত্যে হাতেখড়ি দিচ্ছেন প্রায় গত ৪ বছর। বাংলাদেশে ইমাম ফারাহি স্কুল অফ থাট নিয়ে কাজ করছেন এবং তিনি এ টিমের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।